IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মহাশ্বেতা দেবীর যুগ উপযোগী উপন্যাস হাজার চুরাশির মা: একটি সামাজিক বাস্তবতার বর্ণনা

Umme Habiba Arjuman

Research Scholar (PhD)

Department of Bengali

Aligarh Muslim University

Aligarh, U.P, 202002, India

সংক্ষিপ্তসার: মানব জীবনের সাথে ব্যথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং সেই ব্যথা আপনাকে আরও সু-বৃত্তাকার এবং পরিপক্ক ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। জীবনের উত্থান-পতন পরিচালনা করতে তিনি আরও সক্ষম হয়ে ওঠেন। তবে সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাওয়া মানসিকতা মানুষকে কখনো কখনো ভেঙে চৌচির করে দেই। আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে, মানুষের জীবনে যখন বিপদ আসে তখন আকাশে কালো মেঘের মতো ভেসে আসে কিন্তু যেমনটা আকাশে কালো মেঘ চিরস্থায়ী নয়; দিনের শেষে মেঘ কোথায় যেন পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি মানুষের জীবনে যে বিপদ আসে তা ও কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং মানুষ সে বিপত্তি পেরিয়ে নতুন জীবন ফিরে পায়। মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল দুঃখ বা ক্ষতির কোনও এক পর্যায়ে খুব বেশি আটকে না গিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক অনুভূতির মধ্য দিয়ে কাজ করার সময় দেওয়া। আসলে মানব জীবন কোন গাণিতিক বস্তু নয় বা মানুষ রাজনীতির খেলার জন্য তৈরি হয় না। মানুষের কাছে জীবন হল ঈশ্বরের দান এবং এই দান অনন্তকালের জন্য নয় বরঞ্চ বিশেষ কিছু সময়ের জন্য। এই বিশেষ সময়কে উদ্দেশ্য করে মানুষ তার কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের আপন লক্ষ্যে ধাবিত হতে থাকে। আমার জন্য, সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং ধর্মীয় মানুষদের উচিত মানুষের বেঁচে থাকা এবং ন্যায়বিচারের দাবী উপলব্ধি করানো। আমি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর কামনা করছি (দেবী, অগ্নিগর্ভ ৮)। মহাশ্বেতা দেবী নিজে বাঁচো এবং অপরকে বাঁচতে দাও স্লোগান এর মাধ্যমে নির্লিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, জীবন হিসাবের কোন সংখ্যা বা কোন গণনা নয় বা এটি কোন গেম ও নয়। এটি আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বড় ও আমাদের কল্পনা সমৃদ্ধ। সাধারণত বিবেচনা প্রান্তিক ও নিম্নবিত্তের কণ্ঠস্বর। তিনি দৃঢ়তার সাথে সমাজের চেহারা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন এবং সমাজের প্রত্যেকের অস্তিত্বকে সমান করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সবাই জীবন একই রকম পায় কিন্তু তারা এমন এক সমাজে জন্মগ্রহণ

করে যা তাদের ভাগ্যে পরিণত হয়। ঈশ্বর সবাইকে সমানভাবে জীবন দান করেন এবং শুধু আমরা, মানুষ শ্রেণি, ধর্ম এবং অর্থনীতির নামে পৃথক হয়।

মূল শব্দ: মহাশ্বেতা দেবী, সমাজ ব্যবস্থা, দারিদ্র, ক্ষুধা, দুর্নীতি, নকশালবাদ ইত্যাদি।

ভূমিকা: আমরা যদি সমাজের দিকে একবার চোখ বুলাই বা দৃষ্টিপাত করে তাহলে দেখতে পাব যে সমাজ সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি ও কলুষতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষ অর্থের পিছনে ছুটতে ছুটতে এতটাই নিচে নেমে গিয়েছে যে, পশুর থেকেও নিচ আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। আমরা জানি, বাঘ বাঘের মাংস খায় না কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে মানুষ মানুষকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হচ্ছে না। দিনের-পর-দিন মানুষ অনৈতিক, লোভী, দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতা পিপাসু, অর্থলিপ্সু এবং রক্ত পিপাসু হয়ে উঠছে। *হাজার চুরাশির মা* উপন্যাসের পথিকৃৎ মহাশ্বেতা দেবী দুঃস্থ, নিঃস্ব, গরিব, অসহায়, প্রান্তিক এবং নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। তিনি কেবলমাত্র এক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিলেন না, তবে ভারতের নিম্নবিত্ত এবং উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল প্রতিনিধি ছিলেন। দেবী প্রবক্তা দিব্যনাথ আইন এবং সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর করার চেষ্টা করেন যা তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয় না। সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের চারপাশে ঘিরে আছে কয়েকজন শক্তিশালী পুঁজিপতি ক্ষমতাবান মানুষ। লেখিকা, মহাশ্বেতা দেবী প্রতিদিন আঠারো ঘন্টা করে লিখতেন তার কর্মজীবনের শীর্ষ সময়কালে এবং এর দুর্দশা সম্পর্কে জাতিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলেন। গণতান্ত্রিক-মুখোশধারী স্বৈরাচারী সরকারের অধীনে ভুক্তভোগী মানুষের জন্য তিনি একটি আওয়াজ হয়ে দাড়িয়ে ছিলেন। দেবী, সামিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, "অবৈধতা অবলম্বন করে এবং সমাজে একটি জ্বলন্ত চেহেরা রূপে উদ্ঘাটিত হয়। তিনি আদিবাসীদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি তার জীবনকে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জন্য উৎসর্গ করে দেন। তিনি বিশেষ করে (লোধা এবং শবর) পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্য প্রদেশ এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের একটি পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। তিনি প্রশংসিত হন তার প্রাণবন্ত সহিষ্ণুতা শক্তিশালী শাসনের বিরোধিতা করার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকালীন পুরুষ লেখকেরা এই সাহসী কাজ করতে ভয় পান। তিনি উপজাতিদের বিক্ষিপ্ত চিন্তার হাল ধরে ওঠেন এবং পরিস্থিতির ফলাফল হিসাবে তাকে নকশালবাদী রূপে চিহ্নিত করেন। মহাশ্বেতা দেবী প্রকাশ করলেন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যা সাধারণত ছিল উপজাতি বিরোধী, নারী বিরোধী, দরিদ্র বিরোধী এবং ক্ষমতা বিরোধী। তিনি উপজাতির কণ্ঠস্বর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর উপন্যাস *1084র মা* কিছুটা আলাদা, এই উপন্যাসে তিনি কেবল সর্বহারা শ্রেণীর দুর্দশার বিষয়েই কথা বলেননি, তবে তথাকথিত উচ্চ-শ্রেণীর সমাজের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাগুলি তার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা সাধারণ মানুষের কাছে একটি অজানা বিষয় ছিল। বর্তমান অধ্যয়নের লক্ষ্য হল লেখক দ্বারা *1084-র মা* উপন্যাসে উত্থাপিত সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলি অন্বেষণ করা ।

ক) অধঃপতিত সমাজের তীব্র সমালোচনা

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাস *হাজার চুরাশির মা* এর মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, "আমি ক্রোধে বিশ্বাস করি, ন্যায্য সহিংসতায়, এবং আমি আমার লেখনীর মাধ্যমে সরকারের বর্বরতার মুখোশটি তুলে ধরার চেষ্টা করি" (দেবী, তিক্ত মৃত্তিকা দশ)। আমরা যদি ভালোভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে ভারতবর্ষের দুটি দিক রয়েছে আলোচনা করার জন্য। যথা, ঐ সমস্ত মানুষ যারা শহরে বিলাসবহুল সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করেন এবং অপরটি হ'ল দারিদ্র্য, ক্ষুধার, বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে সমাজে সংগ্রামী জীবন যাপন করে। 1970 সালের 17 এ জানুয়ারীর শেষ রাতে একটি ফোন বেজে ওঠে এবং সেখান থেকে জানা যায় যে ব্রতী পুলিশ এনকাউন্টারে নিহত হয়েছেন। কলটি সুজাতা, ব্রতির মা রিসিভ করেছেন। তাঁর পুত্রকে সনাক্ত করার জন্য তাকে কান্তপুরম যেতে বলেছেন। দিব্যনাথ চ্যাটার্জী মিডিয়া থেকে ব্রতির মৃত্যুর রহস্য গোপন করতে পুলিশকে ঘুষ দেয়। তিনি এবং তাঁর বড় ছেলে জ্যোতি লজ্জাই রক্তিম বর্ণ ধারণ করেন। তারা তাদের ভুয়া প্রতিপত্তি বাঁচাতে সেখানে যায় না। দিব্যনাথ চ্যাটার্জি তাকে তার গাড়ি নেওয়ার অনুমতি দেননি এই ভেবে যে লোকেরা তার গাড়িটি চিনতে পেরে যাবে এবং তদন্ত শুরু করবে। পরিবারের সদস্যরা ছেলে বা ভাইয়ের মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাননি; তারা বরং মিথ্যা সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল। এটি ভালোবাসা ও জীবনের শূন্যতাময় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং গোপনে ঘুষ গ্রহণকারী সরকারী কর্মচারীর আসল চেহারা ফুটে উঠেছে। এই সমস্ত খলনায়কেরা সর্বদা প্রচেষ্টারত ছিল মূলত ব্রতির নামটি লুকিয়ে রাখার জন্য। এই সরকারী কর্মচারীরা ডানপন্থী পুঁজিবাদীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা ক্ষমতার সাথে খেলেন এবং নিপীড়িতদের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। উপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী প্রশ্নগুলি এইভাবে উত্থাপন করে: অনেক যুবককে হত্যা করা হয়েছে, অনেককে কারাবন্দী করা হয়েছে, কীভাবে আপনি এতে প্রবেশ করতে পারেন, আপনি কিভাবে আত্মতৃপ্তি পেতে পারেন , আপনি কীভাবে আপনার পূজা, সাংস্কৃতিক উৎসব, কবিতা উৎসব এবং ফিল্ম সহ অন্যান্য উৎসব চালিয়ে যেতে পারেন?

নন্দিনী সেই অসাড়/ঘুমন্ত সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল। তিনি বলেন যে তারা না তাদের মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে না তাদের ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের ত্যাগ সম্পর্কে জানার পরিবর্তে বরং তারা এমনকি তাদের প্রচেষ্টা ভুলে গিয়েছে। এই সমস্ত প্রশ্ন উত্তরহীন। এই সমস্ত প্রশ্ন শ্রোতার মনে আঘাত হানে। তাদের এই তথাকথিত নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয় তবে তারা এখনও নতুন যুগের আশায় রয়েছে। এটি প্রকাশ করে যে, সমাজের একশ্রেণীর মানুষ অধিকারের জন্য লড়াই করছে, রক্ত ঝরাচ্ছে ও নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছে এবং একই সমাজের অপর শ্রেণীর মানুষ ইনাদের ত্যাগ- তিতিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। সর্বোপরি এই মহৎ সংগ্রামকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য কিছু লোক তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

ধীমান রায়: আপনার স্ত্রী বালাইয়ের সাথে.... অমিত; বালাই আমার কাজিন/খুড়তুত ভাই এবং এক বন্ধুও। আপনি কি তার সম্পর্ক/সংযোগগুলি সম্বন্ধে জানেন? আপনি যদি তার পথ অনুসরণ করেন.... ধীমান রায় স্যার, আপনি সত্যিই একজন উদারমনা মনের মানুষ (119) ।

উপন্যাসে বুর্জোয়া মুক্তির নামে অপ্রাকৃতিক সম্পর্কের বোঝায় ভরপুর এবং পারস্পরিক আগ্রহে ব্যতিব্যস্ত। দিব্যনাথ সুস্পষ্টভাবে সুজাতার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তবে তার সাথে সম্পর্ক রয়েছে তারই এক অফিসের মুদ্রা লেখক এর সাথে। অন্যত্রে নীপা অমিতের সাথে সুস্পষ্টভাবে বিবাহিত কিন্তু বালাইয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে প্রেম ও বিবাহকে তারা অনৈতিকতায় পরিণত করেছে। বিশ্বের জন্য এই লোকেরা অভিজাত, কিন্তু আমরা যদি এদেরকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করি দেখি তাহলে আমরা দেখব তারা নিরাপত্তাহীনতা, অনৈতিকতা এবং অস্পষ্টতায় পরিপূর্ণ।

1084-র মা উপন্যাসটি এমন ঘটনায় পূর্ণ যেখানে আমরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের উদ্বেগ এবং বেদনা অনুভব করতে পারি। সমাজের সামনে তাকে পূজা দেওয়া হয় এবং সমান অধিকার ও অবস্থার কথা বলা হয় কিন্তু বাস্তবে তার অস্তিত্ব, মতামত, দুঃখ-কষ্ট-বেদনা এগুলি কোনো আলোচনার বিষয় হয়ে উঠে না। সে হয়ে যায় নীরবতা, ধৈর্য, এবং ত্যাগের প্রতিমূর্তি। সমস্ত কিছু ভুল হিসাবে গ্রহণ করে তাকে সেরা কন্যা, সেরা স্ত্রী এবং শেষ পর্যন্ত সেরা মা বানানো হয়। যে সমস্ত মহিলা গুলি এটি করতে ব্যর্থ হন তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং অপ্রচলিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সুজাতা এবং নন্দিনীর সাথে এক বৈঠকে তিনি সুজাতাকে আনন্দিয়া সম্পর্কে জানিয়েছিলেন এবং নিতু তাকে পরিচয় করেছিলেন একজন বিশিষ্ট পরিশ্রমী কর্মী হিসাবে। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন পুলিশ গুপ্তচর। নন্দিনী বুঝতে পারল আনন্দিয়া মিশনটিতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে যুক্ত হয়েছে, আর সেই বিশেষ উদ্দেশ্যটি হলো বিশ্বাসঘাতকতার উদ্দেশ্য (75)। আনন্দিয়া ছিলেন সমাজের এক দুমুখী তিল যিনি তাদের মিশনে বন্ধু ও সহচর হয়ে এসেছিলেন কিন্তু আসলে তাদের মৃত্যুর কারণ ছিল তিনিই। তিনি ছিলেন সামন্তবাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত যিনি চেয়েছিলেন তাদের আন্দোলনের শাখা-প্রশাখা গুলোকে উপড়ে ফেলতে। দূরদৃষ্টি ও বিশ্বাসের সাথে দুটি মুখোমুখি সমাজ এবং দুটি মুখোমুখি লোকের সাথে চারদিকে, এই পাঁচটি বন্ধু এবং অন্যান্য নকশাল-গেরিলাদের সাথে এই দলের পক্ষে লড়াই করা হয়েছিল ।

খ) সামাজিক বাস্তুচ্যুততার কারণ

উপন্যাসটি নকশাল আন্দোলনে ব্রতির মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে শুরু হয় এবং সত্তরের দশক ও এর জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। লোকেরা জমিদার এবং আমলাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল। যারা সাধারণ এবং অসহায় মানুষকে শোষণ করছিলেন, কিন্তু উপর থেকে ব্রতী কে নকশাল বানিয়ে ছিলেন উচ্চশ্রেণীর সম্প্রদায়। এখানে লেখক নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী প্রমান; তাই তিনি নকশাল আন্দোলনের কারণ ও ক্ষোভের কথা

স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। যেহেতু এই আন্দোলনটি রাজনৈতিক রূপ নেই সেহেতু তৎকালীন সরকার বিরোধীদের উত্থাপিত আওয়াজ কে দমন করার জন্য কসাইতে পরিণত হয়।

আমরা যদি ভারতের ইতিহাস লক্ষ্য করি তবে আমরা দেখতে পাবো যে উপজাতি এবং অস্পৃশ্য জাতির প্রতি দমন ও অত্যাচার স্বাধীনতার সুদীর্ঘকাল ধরেই সক্রিয় ছিল। শক্তি এবং অর্থের সাথে উচ্চ বর্ণের লোকরা নীচের বর্ণের লোকদের শাসন করে গেছে চিরকাল। দারিদ্র ও ক্ষুধার শিকার হওয়ার কারণে যখন তাদের প্রিয়জনদের জীবন রক্ষার পর্যাপ্ত সংস্থান ছিল না তখন তারা অনিচ্ছাপূর্বক এগুলি বিক্রি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এটি ছিল প্রধানত একটি বিক্ষোভ যেটি কাটিয়ে উঠতে আজও ক্ষমতাসীন শিকারীরা অক্ষম। এটি এখনও এক বা অন্যরকম ভাবে চলতে থাকে। বিভক্ত করা বিধি হল ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সূত্র যা পরবর্তী সময়ে হস্তান্তরিত হয়েছিল তৎকালীন বিদ্যমান জমিদার এবং তাদের সমর্থনকারী সরকার কাছে।

মহাশ্বেতা দেবী তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন মূলত ভারতীয় উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতি। তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাজকর্মের অগ্রগতির জন্য তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি উপজাতি সম্প্রদায়ের অগ্রগতির জন্য ও তার নিজের চরিত্র টিকে ভারতের ভুক্তভোগী/নিপীড়িত দর্শক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে সচেতন করে আরো বলেছেন যে এটি একাবিংশ শতাব্দীর দিকে ধাবিত মান (দেবী,কল্পনার মানচিত্র, একাদশ)। তিনি লিখেছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাধীনতা এবং বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য। তিনি চেয়েছিলেন নিপীড়িত, পদদলিত, অত্যাচারিত, এবং উপজাতিদের জন্য ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে। তিনি সমাজের মূল ধারার শ্রেণীর লোকদের চিহ্নিত করে বলেছিলেন, জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এবং এর আগেও উপজাতি শ্রেণীর উপস্থিতি উল্লেখ করতে। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সাহিত্যে কেবল প্রধান শ্রেণীর মানুষদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু নিপীড়িত এবং অবহেলিত উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে এবং ঐতিহাসিক রচনাগুলি থেকে তাদের অংশগ্রহণ ও বিপুল পরিমাণে রক্তপাতের কাহিনী এড়িয়ে যাওয়া হয়। তিনি গোটা জাতির মানুষদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, উপজাতিদের দ্বারা স্বাধীনতার সংগ্রাম ও কোন অংশে কম ছিলনা। তিনি বলেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপজাতিদের অংশগ্রহণের কথা সামনের স্রোতের মানুষ কখনোই প্রশংসা করেন নি। তাই তিনি প্রধান শ্রেণীর মানুষদের কাছে আবেদন করেছিলেন, নিপীড়িত উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম, অংশগ্রহণ ও অবদানের কথা উল্লেখ করতে।

মহাশ্বেতা দেবী দেশকে সতর্ক করে বলেছিলেন, সমকালীন শাসক সমাজ কর্তৃক নৃশংসতা চালিয়ে অসহায় দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন না করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নকশালরা স্বনির্মিত নয়। তাদেরকে এই স্থানে পৌঁছেছেন এক বিশেষ শক্তি। তাদের নিজস্ব আগ্রাসী জন্মগত মানসিকতা ক্রমশ নেতিবাচক শক্তিগুলি দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিল। সেই নেতিবাচক শক্তির প্রধান উৎস হল সামন্তবাদী ব্যবস্থা যা তাদের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা দূষিত করে এবং সমাজে চরম ঘৃণার সৃষ্টি করে। তিনি এই আন্দোলনের

সামাজিক প্রভাব তুলে ধরেন এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ বাস্তবতা উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি 1970-র দশকে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এর বিস্তারের জন্য সমাজের ভূমিকা ও সরকারী কার্যকলাপের উপর প্রশ্ন চিহ্ন রেখেছেন।

গ) অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস

উপন্যাসটিতে মহাশ্বেতা দেবী তিনটি বাড়ির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি, অবস্থান, অর্থনীতি এবং সেখানে বসবাসকারী মহিলাদের বিভিন্ন নীতি উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনটি খুব বিখ্যাত চরিত্র রয়েছে এবং তারা হলেন সুজাতা, সোমুর মা এবং নন্দিনী। তৎকালীন সময়ে পারিবারিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি একজন মানুষের স্বতন্ত্রতার সংজ্ঞা দেয়। এই উপন্যাসে তিনজন মহিলার স্ব-দাবী এবং স্বাধীনতার স্তরক্রোমের মাধ্যমে তাদের স্বতন্ত্রতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই উপন্যাসে সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে সোমুর মা, সর্বোচ্চে স্তরে নন্দিনী এবং মধ্যবর্তী স্তরে সুজাতা। দিব্যনাথ ও তার পরিবারের নির্মম অত্যাচারের দ্বারা সোমুর মা অসহায়, এবং নিজেকে ব্যর্থ হিসেবে দেখিয়েছেন। সোমুর বোন ও সুজাতার কাছে পরাজিত হয়। তার ক্রোধ দ্বারা আরোপিত শক্তির প্রতি সুজাতাদের নিজস্ব কৌতুক প্রতিরোধের আরও একটি সংস্করণ বিদ্যমান। নন্দিনী হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সুজাতার শেখার প্রতি আগ্রহ ও কি সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত সে সম্পর্কে অবগত। তিনি হলেন এমন একজন বলিষ্ঠ মহিলা যিনি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

দেবী আমাদের যে বাসভবনটি দেখিয়েছেন তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। সোমুর মা রামশাকল বাড়িতে থাকতেন এবং তার ছাদে শ্যাওলা ও লতাপাতা যুক্ত অনেক গাছ ছিল। তিনি ভাঙ্গা দেওয়াল গুলো কে কাঠ দিয়ে জড়িয়ে রাখতেন। তিনি সুজাতার অবস্থান থেকে সামাজিক ও ভূসংস্থানিকভাবে উভয়ক্ষেত্রেই দূরে অবস্থান করতেন। নন্দিনী সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূসংস্থানিক ভাবে সুজাতার প্রতিবেশী। সোমুর মায়ের বাড়িতে সুজাতার নিরাপত্তার সুরক্ষা এবং অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে নন্দিনীর বাড়িতে নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তা থেকে আশ্বাস পায়। কোথাও সুজাতা সামাজিকভাবে নিজেকে নন্দিনীর কাছে খুঁজে পেয়েছে। এই পার্থক্য গুলি মহিলা গুলির মধ্যে হারানোর প্রতিক্রিয়া দেখায়। নন্দিনী তার দৃষ্টি ও তার প্রেমিক ব্রাতিকে হারিয়ে ফেলে, তবে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই এবং রাগে, ক্রোধে, আগুনে সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে উদ্বিগ্ন, অসম্পূর্ণ ও অস্থির এবং সে চাই না কাউকে শান্তিতে রাখতে। অপরদিকে সোমুর মাকে অসহায় বলে মনে হয়েছিল এবং সোমুর মৃত্যুকে তার ভাগ্যের পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে, সুজাতা ছিল উভয়ের সংমিশ্রণ; দিব্যনাথ ও তার পরিবারের কারণে তিনি ছিলেন অসহায়। তিনি পরিবারের কারো সামনে তার প্রিয় পুত্রের জন্য কাঁদতে পারেন না। অন্যদিকে, তিনি তার পুত্রকে সঠিকভাবে জানার এক অবিচ্ছিন্ন যাত্রায় রয়েছেন এবং তিনি তার পুত্র যে পথ অনুসরণ করতো এবং যে পথ তাকে তার পরিবার-পরিজনদের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সে জিনিসটা ও খতিয়ে দেখছেন।

মহাশ্বেতা দেবী স্পষ্টভাবে আমাদের সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে পিতা-মাতা এবং সন্তানের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপলব্ধি করান। সুজাতার খোঁজ তাকে সোমুর মায়ের কাছে নিয়ে যায় যেখানে সে বিষয়টি জলের মত পরিস্কার ও পুরোপুরিভাবে জানতে পারে। আমরা জানি তাদের বাড়ি গ্রামের এক ঘিঞ্জি বস্তিতে ছিল এবং সেখানে গিয়ে ব্রাতী ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটাতো। সোমুর বাবা-মা সোমুর দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে এবং সোমু যে একটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে সচেতন ছিল। শুধু তাই নয়, সোমুর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাটাকে তারা এক শ্রদ্ধার নজরে দেখতো। তবে অন্যদিকে, দুর্ভাগ্যবশত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের জন্য না তাদের পিতা-মাতার কাছে বিশেষ কোন সময় থাকে, না তাদের প্রতি বিশেষভাবে সচেতন হয়। বরঞ্চ মা-বাবার ভালবাসা বিহীন জীবন কাটাতে তাদেরকে বাধ্য করাই তাদেরই পিতামাতা। সম্ভবত, ব্রাতী তার বাড়ির মান মর্যাদা এবং আচার-আচরণ ও তার নিজের আচার-আচরণ যে একে অপরের বিপরীতমুখী এই সত্যটি সম্পর্কে সে অবগত ছিলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর বাস্তব বিষয় হল সমাজের সমস্ত শ্রেণির মহিলাদের অবস্থা একই। তারা সমাজের দ্বারা পুতুল হিসাবে লালিত পালিত হয় এবং তাদেরকে বাকরুদ্ধ, সহনশীল, সন্তান প্রস্রবণ ও তার লালন পালন এবং পিতৃতন্ত্র অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। এই সমস্ত পুতুলময় নারী গুলিকে ধর্মনীতি, সামাজিকতা ও নৈতিকতার নামে অন্যান্য নারীদের দ্বারা শোষণ হতে এবং অন্যান্য মহিলা গুলিকে শোষণ করতে শেখানো হয়। মহিলাদের ভাগ্য সর্বত্রই একই থাকে। এই উপন্যাসের একজন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র নন্দিনী, যাকে তার চিন্তাভাবনা ও মত প্রকাশের জন্য কঠোর ভাবে নির্যাতন করা হয় এবং তাকে এক জীবন্ত লাশে পরিণত করা হয়। এই উপন্যাসে সুজাতা হলেন একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলা, যার সাথে তার বাকি পরিবারের মতাদর্শের পার্থক্য রয়েছে। তাই সে তার পরিবারের সাথে কোনরকম যুক্তি তর্কে না গিয়ে নদীর প্রবাহের মত চলতে থাকে এবং নিজে নিজেই আভ্যন্তরীণ কষ্ট উপভোগ করতে থাকে। সমুর মা হলেন নিপীড়িত, অবহেলিত, পদদলিত ও দারিদ্র্যের এক চরমতম উদাহরণ যার কাছে ক্ষুধা জীবনের চেয়ে অনেক বড়।

ঘ) নায়কের আত্ম-উপলব্ধি

হাজার চুরাশির মা উপন্যাসের সুজাতা তার ছেলের নৈতিক যুক্তি খুঁজে পেতে তাকে প্রায় দু বছর অপেক্ষা করতে হয়। যখন তিনি তাঁর পুত্রের সাথে একত্রিত হয় তখন তার পুত্রের বিশেষ কিছু রহস্যময় দিক জানতে পারে। রাজনৈতিক জীবনে অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং শোষণ তার জীবন পরিস্থিতির অবস্থানকে অচেতন করে তোলে। সুজাতা ব্রতির মধ্যে বিদ্রোহ বা আন্দোলনের বীজ পরিলক্ষিত করেন এবং তিনি তার দুর্নীতিবাজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পোষণ করেন। তার মৃত ছেলের সাথে তার অন্যান্য ছেলে এবং তাদের স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের ঘনিষ্ঠতা দেখে তিনি মর্মাহত হন এবং স্পষ্টভাবে ক্ষতি অনুভব করে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, সে তার ছেলেকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছেন। সে নিজে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যখন তার ছেলের রহস্যময় মৃত্যুর কিছু উদ্ভট রহস্য জেনেছে যা তার কল্পনার বাইরে ছিল। এই সমস্ত রহস্যগুলি উদঘাটিত করে সে নিজেকে একটি মুক্তমনা নারী হিসেবে আমাদের

সামনে উপস্থাপিত করেছেন। সুজাতা তার জীবনের বেশ কিছুদিন ব্রাতীর সন্ধানে কাটিয়েছেন এবং বিভিন্ন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সে তার লড়াইকে চালিয়ে গেছেন। ব্রতীর মৃত্যুর কারণ হিসেবে তাঁর অন্যান্য মানুষের সাথে যে সম্পর্ক ছিল সেই জালিয়াতির সম্পর্কগুলোকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন।

সুতরাং এটি একটি ঐতিহ্যবাহী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলা এবং কল্পিত মা সুজাতার গল্প যিনি একদিন খুব সকালে ওঠেন এবং তার প্রিয় ছেলের মৃতদেহ পুলিশ শবাগারে পড়ে রয়েছে এ সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি তার প্রিয় ছেলের আকৃতি বিহীন লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং তার ছেলের ১০৮৪ নম্বর লাশ দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে কি পরিমান ব্রাতীর প্রতি নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে দিব্যনাথ ও তার পরিবারের দ্বারা।

সুজাতার বাড়িতে তার অবমাননার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যখন তাকে বিবাহ ঠিক করার সময় তার পরামর্শ না নিয়ে তার কনিষ্ঠ কন্যা তুলির বিবাহের দিন , তারিখ ও সময় ঠিক করা হয়। আমরা আরও দেখেছি যে ব্রতির মৃত্যু ও জন্ম বার্ষিকী কে তারা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। সুজাতা ও তার পরিবারের মধ্যে এক বিশাল আকারের ফাটল পরিলক্ষিত করা হয়। তারা একই পরিবারের মধ্যে বাস করলেও তাদের মানসিকতা ও চিন্তাধারার মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। তুলির সাথে কথোপকথনের সময় তিনি তার একাকীত্ব প্রকাশ করেছেন এবং বলেন তারাও তাকে নাকি বিপরীত শিবিরে ফেলে দিয়েছিল। যদি ব্রতি জ্যোতির মতো হত অথবা নীপার স্বামী অমিতের মতো মাতাল হতো কিংবা টনির মতো কঠোর জালিয়াতি ধান্দাবাজ হত বা বাবার মতো মুদ্রাক্ষরদের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করতো তাহলে সে তাদের শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারত (31)।

সুজাতা তার পরিবারের সদস্যদের ভন্ডামিপূর্ণ জীবন তুলে ধরেন। ওই সমস্ত লোক যারা ব্রতি ও সুজাতার মতো আদর্শ ও নিষ্ঠাবান হয় তারা বাড়ির সদস্যদের দ্বারা উপেক্ষা, দূরত্ব এবং অবহেলা অনুভব করেন। সুজাতা ও ব্রতি উভয়েই তারা তাদের বাড়ির আভ্যন্তরিন অবস্থা দ্বারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমরা যদি এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব সুজাতা তার পরিবারের দ্বারা অযৌক্তিক বৈষম্যতার শিকার। সুজাতার মনে হয় একজন মা হিসাবে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং তিনি ব্রতী ও তার দৃষ্টি, চিন্তাভাবনাকে বুঝতে অক্ষম হয়েছে। এর ফলে তিনি দিনের-পর-দিন ক্ষীণ হয়ে ওঠেন এবং তার মহামূল্যবান জীবনকে বিলীন করে দিয়েছেন। তিনি তার ছেলের প্রকৃত লড়াই এর কারণ জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে সোমুর মা এবং নন্দিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সুজাতা তার ক্ষতির দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং বলেন এ লড়াই কোনো ছোটমোটো লড়াই নয়, এ লড়াই হল এক কঠিন লড়াই।

সোমুর মায়ের সাথে কথোপকথনের সময় তিনি তার পুত্র ব্রতীর সাথে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসার সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। লুডু খেলার সময় তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সব ছোট-বড় ঘটনার কথা আলোচনা করত। ব্রতী তার বাবা এবং মুদ্রাক্ষরকে আনন্দের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা আকস্মিকভাবে ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু তিনি এটিকে এমন সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও নম্রভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে তাদের

অসন্তুষ্ট না করা যায়। তার মায়ের কপালের পাশ থেকে এক গুচ্ছ চুলকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা অবশ্যই একটি ভালোবাসার সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। একটি সুখ ও শান্তিতে ভরা পরিবারকে হঠাৎ একটি ফোন কলের দ্বারা তছনছ করে দেয় এবং এই ফোনের মাধ্যমে একটি মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার খবর তাদের কানে পৌঁছে দেয়। হাস্যরসাত্মক, ভালোবাসাপরায়ণ, আদর্শবান এবং প্রেমময়ী একটি ছেলে হঠাৎ করে একটি কর্মময় মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি হাস্যকর ও বিদ্রুপাত্মক যে সুজাতা তার পুত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে উপচেপড়া নকশাল আন্দোলনের সাথে সংযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা সাধারণ দৃষ্টিতে আলোচনা করলে দেখতে পাব একজন সহজ, সরল, ও বিশ্বাসী মা তার ছেলের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন। তিনি তার ছেলের কাছ থেকে এই আশা করেন যে নিশ্চয়ই তার ছেলে তার মায়ের কাছে তার সমস্ত গোপনীয়তার কথা স্বীকার করবেন এবং তার মনকে হালকা করে কলুষতা মুক্ত করবেন। তিনি নিজেকে বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, তার ছেলে এতবড় একটি বিশাল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেন যেখানে করে পরিপক্ক এবং কৌশলগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ হওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি অত্যন্ত অন্তঃসত্ত্বা, এবং নিজেকে বহির্বিশ্ব থেকে অনেক দূরে রাখেন। এই বাহ্যিক বিশ্বের প্রতি উদাসীন এবং উদাস ও অসাড় মনোভাব তাকে অজ্ঞতার জগতে ঠেলে দেই, বিশেষ করে তাঁর পুত্রের ক্রমবর্ধমান নকশালবাদের প্রতি ঝোঁক সম্পর্কে অসচেতন হয়ে ওঠে, যদিও তিনি তাকে আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসতেন তার পরেও যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব তিনি একটি স্বার্থপর এবং বস্তু সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তার পরিবারের কাছে পরিগণিত হয়। অতএব, তার পুত্রের মহৎ উদ্দেশ্যকে এবং সমাজের প্রতি পুত্রের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারকে বুঝতে তার দীর্ঘ সময় লেগে যায়। সে কেবল তার মায়ের সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেন নি বরঞ্চ তিনি গোটা সমাজের ঐ সমস্ত মানুষের সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন যারা নৃশংসতার শিকার হন। এই মহৎ প্রচেষ্টাকে সফল করতে তার নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তাছাড়া তার সহকর্মীর জীবন রক্ষায়, নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। সুজাতা নন্দিনীর কাছে ভ্রমন করেছে এবং সেই ভ্রমণ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে তার প্রাণপ্রিয় পুত্রের আন্দোলনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও গতি পদ্ধতি সম্পর্কে।

তাঁর চিন্তাভাবনার দিগন্তটি নন্দিনীর কাছে গভীর দুঃখের স্বীকৃতি স্বরূপ আত্ম-শোকের মাধ্যমে সংস্কার সাধিত হয় । তিনি আন্দোলন ও বিপ্লবের ব্যর্থতার যথাযথ কারণ শিখেন ও আত্ম অনুভব করেন। আরও যদি আমরা ব্যাপারটাকে পরিলক্ষিত করি তাহলে দেখতে পাব নন্দিনী উদাসীন সমাজের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এটা সত্যি বেদনাদায়ক যে বেশিরভাগ উচ্চস্তরের মানুষগুলো নিম্নস্তরের মানুষদের ব্যথা, বেদনা, ও তাদের যন্ত্রণার প্রতি উদাসীন এবং খুব কম চিন্তিত। ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হয় না যারা এই অসমতার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে বিদ্রোহে শহীদ হয়েছেন। অবশেষে সুজাতা তার ছেলে ব্রতীর অকাল মৃত্যুর ফলে পুরো বিষয়টি বুঝতে পারে এবং সমুদ্রেরময় শোক, চূড়ান্ত ক্ষতি এবং অসহনীয় ব্যথা গ্রহণ করে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজের আইন-কানুন বা নিয়মাবলী না মানার কারণে তার পুত্র, ব্রতিকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা বলতে পারি যে, উপন্যাসে আত্মসন্তুষ্টি বিসর্জনকারী, মানবহিতৈষী এবং সমাজকে নিয়ে চিন্তিত ব্যাক্তিদের বিদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের কঠোর ও নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করা এবং শেষে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে উপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী আমাদেরকে এক বিশেষ বার্তা দিয়েছেন যে, যেমন গাছের পাতা কোনো এক বিশেষ সময়ে সম্পূর্ণভাবে পতিত হয়ে যায় এবং আবার কোন এক সময়ে নতুনভাবে গজিয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি মানুষের জীবনে উত্থান-পতন লেগেই থাকে; উত্থান-পতন এটি একটি সাময়িক সময়ের জন্য মাত্র। তিনি আমাদের আরও অনুভব করিয়েছেন যে, মানুষের কাজ হচ্ছে ফলে পরিপূর্ণ গাছকেই ঢিলছোড়া; তারা কখনোই ফল বিহীন গাছকে ঢিল ছোড়ে না। এই উপন্যাসে ব্রাতী হলেন ফলে পরিপূর্ণ গাছের মত যাকে চারদিক থেকে ঢিল ছোড়া হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা ও যন্ত্রণা দিয়ে এবং অন্তিম লগ্নে সে স্বৈরাচারীদের হাতের শিকারে পরিণত হয়েছে। শিল্পী গোগী সরোজ পাল এই নির্মম, নৃশংস অত্যাচারকে গণতন্ত্রের শরীরে একটি ক্যান্সারজনিত রোগের বৃদ্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নকশালদের বিদ্রোহ কে দমন করার জন্য রাজ্য সরকার খলনায়কদের সম্মানে মহিমান্বিত করে এবং তাদের পদোন্নতি ঘটিয়ে তাদের এই তথাকথিত বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বর্নাক্ষরে লিখে রাখেন। ঐ সমস্ত লোকদের জন্য মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি যারা সরকারের ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং সাহসিকতার সাথে সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। ব্রাতীর মৃত্যুর পরে সুজাতার জীবন একেবারে শূন্যতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, নতুন করে আর কারও জন্য তার বাঁচার মতো ইচ্ছা নেই। উপন্যাসের শেষ লগ্নে আমরা একটি পরিবর্তিত সুজাতার সাথে সাক্ষাৎ করি যিনি আরও আত্ম-আশ্বাসপ্রাপ্ত, নৈতিকভাবে আত্মবিশ্বাসী এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল। তিনি অনেক কিছু বিচার বিশ্লেষণ করার পর সিদ্ধান্ত নেন, যে বাড়িতে ব্রতী শান্তি অনুভব করেনি সে বাড়িতে থাকা তার অনুউচিত; তাই সে চিরতরে তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। ব্রাতীর মধ্যে তার আত্মার সহকর্মীর সন্ধান পেয়ে তিনি দিব্যনাথ এবং তার ক্ষয়িষ্ণু মান ব্যবস্থার দিকে ফিরে যান। এই উদ্বেগের সাথে সুজাতা দুরারোগ্য ব্যাধি আন্ত্রিক রোগের মত তার শরীরকে চিরতরে বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং সে চরম মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়েছে। তিনি এই বিশেষ দুর্গন্ধটিকে আর মানিয়ে নিতে পারবেন না কেননা এ বিশেষ দুর্গন্ধটিই তাকে পরাজয়ের মালা পরিয়ে দিয়েছে। এই বিশেষ উপন্যাসটি একটি ফ্ল্যাশ ব্যাক দিয়ে শুরু হয় যেখানে একজন মায়ের প্রসব বেদনার কথা বলা হয়েছে এবং উপন্যাসিক এই উপন্যাসটি শেষ করেন আন্ত্রিক রোগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণার বর্ণনার মাধ্যমে। মহিলা হিসেবে সুজাতাকে তার নিজেরই ব্যথা-বেদনা দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা আত্ম খোঁজে ধাবিত করেন। উপন্যাসিক সুজাতার জীবন যাত্রার শেষ পরিণতি হিসেবে একটি রোগাগ্রস্থ অঙ্গের যন্ত্রণাকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

দেবী, মহাশ্বেতা। 1084 (অনুবাদ) এর মা। সামিকবান্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: সিগল, 1997. প্রিন্ট।

পাঁচটি নাটক, (অনুবাদ) । এবং ভূমিকা। সামিকবান্দ্যপাধ্যায় কলকাতা, কলকাতা: সিগল, 1997. প্রিন্ট।

অগ্নিগর্ভ। কলকাতা: করিনা প্রকাশনী, 1978. প্রিন্ট। গুপ্ত, রিচা। "তরুণদের নকশাল হওয়ার মূল কারণ" একাডেমিয়া.ইডু। 7 জুন 2016।

ডেমিয়া.ইডু। 7 জুন 2016।